BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (4TH VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : WAKALAT, BORGACHASH, PANI SINCHON, RIN GROHON

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

অধ্যায় ঃ ওয়াকালাত

١٤٢٩. بَابُ وَكَالَةِ الشَّرِيْكِ الشَّرِيْكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ اَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِيْ هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

১৪২৯. পরিচ্ছেদ ঃ বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক শরীক অন্য শরীকের ওয়াকীল হওয়া। নবী ﷺ তাঁর হজ্জের কুরবানীর পশুতে আলী (রা.)-কে শরীক করেন। পরে তা বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ দেন।

٢١٥٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِيْ نُحِرَتْ وَبِجُلُوْدِهَا

২১৫২ কাবীসা (র.).... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুরবানীকৃত উটের গলার মালা ও তার চামড়া দান করার হুকুম দিয়েছেন।

٢١٥٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ.

banglainternet.com

২১৫৩ আম্‌র ইব্‌ন খালিদ (র.).... উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ তাকে কিছু বকরী (ভেড়া) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বকরীর বাচ্ছা বাকী থেকে যায়। তিনি তা নবী ﷺ-কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজে এটাকে কুরবানী করে দাও।

١٤٣٠. بَابٌ اِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِيْ دَارِ الْحَرْبِ اَوْ فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ جَازَ

১৪৩০. পরিচ্ছেদ ঃ দারুল হার্‌ব বা দারুল ইসলামে কোন মুসলিম কর্তৃক দারুল হারবে বসবাসকারী অমুসলিমকে ওয়াকীল বানানো বৈধ।

٢١٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِاَنْ يَحْفَظَنِيْ فِيْ صَاغِيَتِيْ بِمَكَّةَ وَاَحْفَظَهُ فِيْ صَاغِيَتِهٖ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمٰنَ قَالَ لَا اَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ كَاتِبْنِيْ بِاسْمِكَ الَّذِيْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو فَلَمَّا كَانَ فِيْ يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ اِلَى جَبَلٍ لِاُحْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَاَبْصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ لَا نَجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ اَثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيْتُ اَنْ يَلْحَقُوْنَا خَلَّفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ لِاَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَبَوْا حَتّٰى يَتْبَعُوْنَا وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيْلًا فَلَمَّا اَدْرَكُوْنَا قُلْتُ لَهُ اُبْرُكْ فَبَرَكَ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِيْ لِاَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوْهُ بِالسُّيُوْفِ مِنْ تَحْتِيْ حَتّٰى قَتَلُوْهُ وَاَصَابَ اَحَدُهُمْ رِجْلِيْ بِسَيْفِهٖ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِيْنَا ذٰلِكَ الْاَثَرَ فِيْ ظَهْرِ قَدَمِهٖ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ يُوْسُفُ صَالِحًا وَاِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ

২১৫৪ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইব্‌ন খালফের সঙ্গে এ মর্মে একটা চুক্তিনামা করলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল- সামান হিফাযত করবে আর আমি মদীনায় তার মাল-সামান হিফাযত করব। যখন আমি চুক্তিনামায় আমার নামের শেষে 'রাহমান' শব্দটি উল্লেখ করলাম তখন সে বলল, আমি রাহমানকে চিনি না। জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল সেটা লিখ। তখন আমি তাতে আবদু আম্‌র লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে গেলাম। বিলাল (রা.) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে আনসারীদের এক মজলিসে বললেন, এই যে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায়, তবে আমার বেঁচে থাকায় লাভ নেই। তখন আনসারীদের এক দল তার সাথে আমাদের পিছে পিছে ছুটল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি উমাইয়ার পুত্রকে তাদের জন্য পেছনে রেখে এলাম, যাতে

banglainternet.com

তাদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে। তারা তাকে হত্যা করল। তারপরও তারা ক্ষান্ত হল না, তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করল। উমাইয়া ছিল স্থূলদেহী। যখন আনসারীরা আমাদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন আমি তাকে বললাম, বসে পড়। সে বসে পড়ল। আমি তাকে বাঁচানোর জন্য আমার দেহখানা তাকে আড়াল করে রাখলাম। কিন্তু তারা আমার নীচে দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তাদের একজনের তরবারির আঘাত আমার পায়েও লাগল। রাবী বলেন, ইব্ন আউফ (রা.) তাঁর পায়ের সে আঘাত আমাদেরকে দেখাতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইউসুফ (র.) সালিহ্ (র.) থেকে এবং ইবরাহীম (র.) তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত শুনেছেন।

١٤٣١. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الصَّرْفِ وَالْمِيْزَانِ ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ فِى الصَّرْفِ

১৪৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ে ও ওযনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ওয়াকীল নিয়োগ। উমর ও ইব্ন উমর (রা.) সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াকীল নিয়োগ করেছিলেন।

٢١٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ قَالَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ اِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ

২১৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সাহাবীকে খায়বারের শাসক নিয়োগ করলেন। তিনি বেশ কিছু উন্নতমানের খেজুর তাঁর নিকটে নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরকম? তিনি বললেন, 'আমরা দু' সা'র বদলে এর এক সা' কিনে থাকি কিংবা তিন সা'র বদলে দু' সা' কিনে থাকি। তখন নবী ﷺ বললেন, এরূপ কর না। মিশ্রিত খেজুর দিরহাম নিয়ে বিক্রি কর। তারপর এ দিরহাম দিয়েই উন্নতমানের খেজুর ক্রয় কর। ওযনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ বলেছেন।

banglainternet.com

١٤٣٢. بَابُ اِذَا اَبْصَرَ الرَّاعِى اَوِ الْوَكِيْلُ شَاةً تَمُوْتُ اَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَاَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ

১৪৩২. পরিচ্ছেদ ঃ যখন রাখাল অথবা ওয়াকীল দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে তা যবেহ্ করে দিবে এবং যে জিনিসটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে জিনিসটাকে ঠিক করে দেবে।

٢١٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعٰى بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَاْكُلُوْا حَتّٰى اَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَوْ اَرْسَلَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْاَلُهُ ، وَاَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَالِكَ اَوْ اَرْسَلَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَيُعْجِبُنِي اَنَّهَا اَمَةٌ وَاَنَّهَا ذَبَحَتْ * تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ

২১৫৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.)... ইব্ন কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার কতকগুলো ছাগল-ভেড়া ছিলো, যা সাল্' নামক স্থানে চরে বেড়াতো। একদিন আমাদের এক দাসী দেখলো যে, আমাদের ছাগল ভেড়ার মধ্যে একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটি পাথর ভেংগে তা দিয়ে ছাগলটাকে যবেহ্ করে দিল। কা'ব তাদেরকে বললেন, তোমরা এটা খেয়ো না, যে পর্যন্ত না আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে আসি অথবা কাউকে নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠাই। তিনি নিজেই নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অথবা কাউকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) তা খাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এ কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে, দাসী হয়েও সে ছাগলটাকে যবেহ্ করলো।

١٤٣٣. بَابُ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَكَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اِلٰى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ اَنْ يُزَكِّيَ عَنْ اَهْلِهِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ

১৪৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করা জায়িয। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) তাঁর পরিবারের ওয়াকীলকে লিখে পাঠান, যেন সে তাঁর ছোট- বড় সকলের তরফ থেকে সাদকায়ে ফিত্র আদায় করে দেয়, অথচ সে অনুপস্থিত ছিল।

٢١٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَنِي اَوْفَى اللّٰهُ بِكَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

BanglaInternet.com

২১৫৭

২১৫৭ আবূ নু'আঈম (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট কোন এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিলো। সে পাওনার জন্য আসলে তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তার পাওনা দিয়ে দাও। তারা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তা পেলেন না। কিন্তু তার থেকে বেশী বয়সের উট পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন, আল্লাহ্ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন। নবী ﷺ বললেন, যে ঠিক মত ঋণ পরিশোধ করে সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

١٤٣٤. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُوْنِ

১৪৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ পরিশোধ করার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

٢١٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ فَهَمَّ بِهٖ اَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ، ثُمَّ قَالَ : اَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهٖ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنَجِدُ اِلاَّ اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهٖ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২১৫৮ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে পাওনার জন্য তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এটা নেই। এর চাইতে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন, তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।

١٤٣٥. بَابٌ اِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيْلٍ اَوْ شَفِيْعِ قَوْمٍ جَازَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَاَلُوْهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ نَصِيْبِىْ لَكُمْ

১৪৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ওয়াকিলকে অথবা কোন সম্প্রদায়ের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হিবা করা জায়িয। কেননা নবী ﷺ হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে যখন তারা গনীমতের মাল ফেরত চেয়েছিল বলেছিলেন, আমি আমার অংশটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি।

banglainternet.com

٢١٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ

حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَ اِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَانَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ بِذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَ نَدْرِى مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِى ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعُوْا اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا

২১৫৯ সাঈদ ইব্ন উফাইর (র.).... মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাদের ধন- সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলেন। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট সত্য কথাই অধিকতর পসন্দনীয়। কাজেই তোমরা দু'টোর মধ্যে একটা বেছে নাও– হয় বন্দী, নয় ধন-সম্পদ। আমি তো এদের আগমনের অপেক্ষায়ই প্রতীক্ষমান ছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ রাতেরও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন (প্রতিনিধি দল) বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টোর মধ্যে একটি ফেরত দেবেন, তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলিমগণের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযথ প্রশংসা করে বললেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তাওবা করে আমার কাছে এসেছে এবং আমার অভিপ্রায় এই যে, আমি তাদের বন্দীদের ফেরত দেই। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশিতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে ফেরত দিতে চায়, সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় গ্রহণ পসন্দ করে, আমরা সেই গনীমতের মাল থেকে তা দেবো যা আল্লাহ্ প্রথম আমাদের দান করবেন। সে তা করুক অর্থাৎ বিনিময় নিয়ে ফেরত দিক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা স্বেচ্ছায় তাদেরকে ফেরত দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কে অনুমতি দিল আর কে কে অনুমতি দিল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতাগণ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক। সাহাবীগণ ফিরে গেলেন। তাদের নেতা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা

amarboi.org

করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে জানালেন যে, সাহাবীগণ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন।

١٤٣٦. بَابٌ اِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ اَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِى فَاَعْطٰى عَلٰى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

১৪৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে কিছু প্রদানের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ করে, কিন্তু কত দিবে তা উল্লেখ করেনি, তবে সে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিবে।

٢١٦٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلٰى جَمَلٍ ثَفَالٍ اِنَّمَا هُوَ فِى اٰخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَالَكَ ثَنَا فَقُلْتُ اِنِّى عَلٰى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ اَمَعَكَ قَضِيْبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَعْطِنِيْهِ فَاَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ وَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعْنِيْهِ فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِعْنِيْهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اَخَذْتُ اَرْتَحِلُ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ اَبِى قَدْ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاَرَدْتُ اَنْ اَنْكِحَ اِمْرَاَةً قَدْ جَرَّبْتُ وَخَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ يَابِلاَلُ اِقْضِهِ وَزِدْهُ فَاَعْطَاهُ اَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِى زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

২১৬০ মক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি ধীরগতি সম্পন্ন উটের উপর সাওয়ার ছিলাম, যার ফলে উটটা দলের পেছনে পড়ে গেল। এমনি অবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ কে? আমি বললাম, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্। তিনি বললেন, তোমার কি হলো (পেছনে কেন)? আমি বল্লাম, আমি ধীরগতি সম্পন্ন উটে সাওয়ার হয়েছি। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোনো লাঠি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা আমাকে দাও। আমি তখন সেটা তাঁকে দিলাম। তিনি উটটাকে চাবুক মেরে হাঁকালেন। এতে উটটা (দ্রুত চলে) সে স্থান থেকে দলের অগ্রভাগে চলে গেল। তিনি বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটা

banglainternet.com

আপনারই (অর্থাৎ বিনা মূল্যেই নিয়ে নিন)। তিনি বললেন, (না) বরং এটা আমার কাছে বিক্রি কর। তিনি বললেন, চার দীনার মূল্যে আমি এটা কিনে নিলাম। তবে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে তুমিই সাওয়ার থাকবে। আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যেতে যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একজন বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে কৌতুক করত এবং তুমি তার সাথে কৌতুক করতে? আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গেছেন এবং কয়েকজন কন্যা রেখে গেছেন। আমি চাইলাম এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে, যে হবে অভিজ্ঞতা সম্পন্না এবং বিধবা। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে। আমরা মদীনায় পৌঁছলে তিনি বললেন, হে বিলাল, জাবিরকে তার দাম দিয়ে দাও এবং কিছু বেশীও দিয়ে দিও। কাজেই বিলাল (রা.) তাকে চার দীনার এবং অতিরিক্ত এক কীরাত (সোনা) দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দেওয়া অতিরিক্ত এক কীরাত সোনা কখনো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হত না। তাই তা জাবির (রা.)-এর থলেতে সব সময় থাকত, কখনো বিচ্ছিন্ন হত না।

١٤٣٧. بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِى النِّكَاحِ

১৪৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে ওয়াকীল নিয়োগ করা

٢١٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

২১৬১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আমাকে আপনার প্রতি হেবা করে দিয়েছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, একে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, কুরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্থ রয়েছে তার বিনিময়ে আমি এর সঙ্গে বিয়ে দিলাম।

١٤٣٨. بَابٌ اِذَا وَكَّلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَاَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَاِنْ اَقْرَضَهُ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ اَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِى اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْنِى فَاِنِّى مُحْتَاجٌ

وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَلِى حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، قَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِى فَاِنِّى مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لاَ اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ اَمَّا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ هٰذَا اٰخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ اَنَّكَ تَزْعَمُ لاَتَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِى أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ : قَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَا اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ : اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِى كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِى اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ مَا هِىَ : قَالَ لِى : اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ : اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَقَالَ لِى لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ وَكَانُوْا اَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَااَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ : قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ

banglainternet.com

১৪৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করে, আর সে ওয়াকীল কোন কিছু ছেড়ে দেয়, মুয়াক্কিল (ওয়াকীল নিয়োগকারী) যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে তা জায়িয এবং ওয়াকীল যদি নির্দিষ্ট মিয়াদে কাউকে যখন প্রদান করে, তবে তা-ও জায়িয।

উসমান ইব্ন হায়সাম (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকাড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসবো না। তার প্রতি আমার দয়া হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার- পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার। সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিন বারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বলো যে আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কি বলল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ্, ﷺ সে আমাকে বলল, যে সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি

তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরায়রা, তুমি কি জানো, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।

١٤٣٩. بَابٌ اِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُوْدٌ

১৪৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি ওয়াকীল কোন দ্রব্য এভাবে বিক্রি করে যে, তা বিক্রি শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিদ, তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য নয়

٢١٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِىٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ جَاءَ قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِىٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ -

২১৬২ ইসহাক (র.) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.) কিছু বরনী খেজুর (উন্নত মানের খেজুর) নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল (রা.) বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। নবী ﷺ -কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তা দু'সা' বিনিময়ে এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, হায়! হায়! এটাতো একেবারে সূদ! এটাতো একেবারে সূদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সেই মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।

banglainternet.com

١٤٤٠. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَاَنْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا لَهُ وَيَاْكُلَ بِالْمَعْرُوْفِ

১৪৪০. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদে ওয়াকীল নিয়োগ, ও তার ব্যয়ভার বহন এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো, আর নিজেও শরী'আত সম্মতভাবে খাওয়া।

٢١٦٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ اَنْ يَاْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِيْ صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

২১৬৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর সাদকা সম্পর্কিত লিপিতে ছিল যে, মুতাওয়াল্লী নিজে ভোগ করলে এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করালে কোন গুনাহ নেই; যদি মাল সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে না থাকে। ইব্‌ন উমর (রা.), উমর (রা.)- এর সাদকার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি যখন মক্কাবাসী লোকদের নিকট অবতরণ করতেন, তখন তাদেরকে সেখান থেকে উপঢৌকন দিতেন।

١٤٤١. بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُوْدِ

১৪৪১. পরিচ্ছেদ ঃ (শরীআত নির্ধারিত) দণ্ড প্রয়োগের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

٢١٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَاَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

২১৬৪ আবুল ওয়ালিদ (রা.)....যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে উনাইস (ইব্‌ন যিহাক আসলামী) সে মহিলার কাছে যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।

٢١٦٥ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيْءَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْا قَالَ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ

banglainternet.com

২১৬৫ ইব্‌ন সালাম (র.)... উকবা ইব্‌ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুআইমানকে অথবা ইব্‌ন নুআইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে আদেশ দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিলো, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করেছি।

١٤٤٢. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

১৪৪২. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উট ও তার দেখাশোনার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

٢١٦٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ

২১৬৬ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আমরা বিন্ত আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর জন্য হার পাকিয়েছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তাকে হার পরিয়ে (আমার পিতা) আবূ বকর (রা.)-এর সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর কোনো কিছু হারাম থাকেনি, যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য হালাল করেছেন।

١٤٤٣. بَابُ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيْلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ وَقَالَ الْوَكِيْلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

১৪৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন লোক তার ওয়াকীলকে বলল, এ মাল আপনি যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করুন, এবং ওয়াকীল বলল, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি।

٢١٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِىِّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِى كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِى اِلَىَّ بَيْرُحَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فِيْهَا وَاَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ

banglainternet.com

اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِى اَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ * تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ.

২১৬৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবূ তালহাই সবচেয়ে বেশী ধনী ছিলেন এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে বায়রুহা তাঁর সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল, এটা মসজিদের (নববীর) সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তথায় যেতেন এবং এতে যে উৎকৃষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" (৩ ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে, সে পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না। আর আমার সম্পদের মধ্যে বায়রুহা। আমার নিকট সব চাইতে প্রিয় সম্পদ। আমি ওটা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। এর সাওয়াব ও প্রতিদান আমি আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাশা করছি। কাজেই ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি ওটাকে যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করেন। নবী ﷺ বললেন, বেশ। এটাতো চলে যাবার মত সম্পদ, এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে, আমি তা শুনলাম এবং আমি এটাই সংগত মনে করি যে, এটা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। আবূ তালহা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাই করবো। তারপর আবূ তালহা (রা.) তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। ইসমাঈল (র.) মালিক (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্হইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। রাওহ্ মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি 'রায়িহুন' স্থলে 'রাবিহুন' বলেছেন। এর অর্থ হল, লাভজনক।

١٤٤٤. بَابُ وَكَالَةِ الْاَمِيْنِ فِى الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

১৪৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোষাগার ইত্যাদিতে বিশ্বস্ত ওয়াকীল নিয়োগ করা।

٢١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِى يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِى يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا نَفْسُهُ اِلَى الَّذِى اُمِرَ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

banglainternet.com

২১৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ যে ঠিকমত ব্যয় করে, অনেক সময় বলেছেন, যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দেয়। সেও (কোষাধ্যক্ষ) দানকারীদের একজন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায়ঃ বর্গাচাষ

١٤٤٥. بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ اِذَا اُكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى: اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

১৪৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের জন্য ফসল ফলানো এবং ফলবান বৃক্ষ রোপণের ফযীলত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অংকুরিত কর, না আমিই অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি (৫৬ ঃ ৬৩-৬৪)।

٢١٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً وَقَالَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২১৬৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুবারক (র.)....আনাস ইবন্ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে। মুসলিম (র.)....আনাস (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٤٤٦. بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْاِشْتِغَالِ بِاٰلَةِ الزَّرْعِ اَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِىْ اُمِرَ بِهِ

banglainternet.com

১৪৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করা প্রসঙ্গে।

٢١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْاَلْهَانِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَاَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُ اَبِيْ اُمَامَةَ صُدَىُّ بْنُ عَجْلاَنَ

২১৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাঙ্গলের হাল এবং কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি এটা যে সম্প্রদায়ের ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহ সেখানে অপমান প্রবেশ করান।১ রাবী মুহাম্মদ (ইবন যিয়াদ (র.) বলেন, আবূ উমামা (রা.)- এর নাম হলো সুদাই ইবন আজলান।

١٤٤٧. بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

১৪৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ খেত-খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা

٢١٧١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ حَرْثٍ اَوْ صَيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ

২১৭১ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শস্য খেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফাযতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে। ইব্ন সীরীন ও আবূ সালিহ্ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। বকরী অথবা ক্ষেতের হিফাযত কিংবা শিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া। আবূ হাযিম (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, শিকার ও পশুর হিফাযত করার কুকুর।

٢١٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ اَبِيْ زُهَيْرٍ رَجُلاً مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ

১. যে কৃষিকাজ কৃষককে দীন থেকে গাফিল করে ও সীমা লংঘনে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের সম্পর্কে এ কথা।

ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ -

২১৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... সুফয়ান ইব্ন আবূ যুহাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি আয্দ-শানূ'আ গোত্রের লোক, তিনি নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যা ক্ষেত ও গবাদী পশুর হিফাযতের কাজে লাগে না, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকে। আমি বললাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ মাসজিদের রবের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

١٤٤٨. بَابُ اِسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

১৪৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ হাল-চাষের কাজে গরু ব্যবহার করা

٢١٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلٰى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ اٰمَنْتُ بِهٖ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِىْ فَقَالَ الذِّئْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِىَ غَيْرِىْ قَالَ اٰمَنْتُ بِهٖ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِى الْقَوْمِ

২১৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর সাওয়ার ছিল, তখন গরুটি সে ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে চাষাবাদ তথা ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর ও উমর (রা.) এটা বিশ্বাস করি। তিনি আরো বললেন, এক নেকড়ে বাঘ একটি বকরী ধরেছিলো, রাখাল তাকে ধাওয়া করল। নেকড়ে বাঘটা তাকে বলল, সেদিন হিংস্র জন্তুর প্রাধান্য হবে, যেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে? নবী ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর ও উমর (রা.) এটা বিশ্বাস করি। আবূ সালামা (রা.) বলেন, তারা দু'জন (আবূ বকর ও উমর রা.) সেদিন মজলিসে হাযির ছিলেন না।

banglainternet.com

١٤٤٩. بَابٌ اِذَا قَالَ اكْفِنِىْ مُؤْنَةَ النَّخْلِ اَوْ غَيْرِهٖ وَتُشْرِكُنِىْ فِى الثَّمَرِ

১৪৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি খেজুর ইত্যাদির বাগানে কাজ কর, আর তুমি উৎপাদিত ফলে আমার অংশীদার হও।

٢١٧٤ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا فَقَالُوْا تَكْفُوْنَا الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

২১৭৪ হাকাম ইব্ন নাফি' (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসাররা নবী ﷺ -কে বললেন, আমাদের এবং আমাদের ভাই (মুহাজির)-দের মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। নবী ﷺ বললেন, না। তখন তাঁরা (মুহাজিরগণকে) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন, আমরা আপনাদেরকে ফলে অংশীদার করব। তাঁরা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

١٤٥٠. بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَقَالَ اَنَسٌ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ

১৪৫০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ খেজুর গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং তা কেটে ফেলা হয়।

٢١٧٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ :

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَيٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

২১৭৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনূ নাযির গোত্রের বুওয়াইরা নামক(স্থানে অবস্থিত বাগানটির খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং বৃক্ষ কেটে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে হাস্‌সান (রা.) (তাঁর রচিত কবিতায়) বলেছেন, বুওয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর বনূ লুয়াই গোত্রের সর্দাররা তা সহজে মেনে নিল

١٤٥١. بَابٌ

১৪৫১. পরিচ্ছেদ ঃ

٢١٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْاَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِيْ الْاَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذٰلِكَ وَتَسْلَمُ الْاَرْضُ وَمِمَّا تُصَابُ الْاَرْضُ وَيَسْلَمُ ذٰلِكَ فَنُهِيْنَا وَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

২১৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে বেশী যমীন আমাদের ছিল। আমরা ভাগে যমীনে চাষ করতে দিতাম এবং সে ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্ধারিত করে দিতাম। তিনি বলেন, কখনো এ অংশের উপর দুর্যোগ আসতো, অন্য অংশ নিরাপদ থাকতো। আবার কখনো অন্য অংশের উপর দুর্যোগ আসতো আর এ অংশ নিরাপদ থাকতো। আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। আর সে সময় সোনা রূপার (বিনিময়ে জমি চাষ করার) প্রচলন ছিল না।

١٤٥٢. بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ مَا بِالْمَدِيْنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِيْ بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاؤُا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُوْنَ الْأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَأَى ذٰلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ لاَ بَأْسَ أَنْ تُكْرِيَ الْمَاشِيَةَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

১৪৫২. পরিচ্ছেদ ঃ অর্ধেক বা এর কাছাকাছি পরিমাণ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করা এবং কাইস ইব্ন মুসলিম (র.) আবূ জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদীনাতে মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না, যারা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে ভাগে চাষ করতেন না। আলী, সা'দ ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ্ (রা.) উমর ইব্ন আবদুল আযীয, কাসিম, উরওয়াহ (র.) এবং আবূ বকর, উমর ও আলী (রা.)- এর বংশধর এবং ইব্ন সীরীন (র.) ও ভাগে চাষ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদের ক্ষেতে শরীক ছিলাম। উমর (রা.) লোকদের সাথে এ শর্তে জমি বর্গা দিয়েছেন যে, উমর (রা.) বীজ দিলে তিনি ফসলের অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা বীজ দেয় তবে তাদের জন্য এই পরিমাণ হবে। হাসান (র.) বলেন, যদি ক্ষেত তাদের মধ্যে কোন একজনের হয়, আর দু'জনেই তাতে

খরচ করে, তা হলে উৎপন্ন ফসল সমান হারে ভাগ করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যুহরী (র.) ও এ মত পোষণ করেন। হাসান (র.) বলেন, আধা-আধি শর্তে তুলা চাষ করতে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম, ইব্‌ন সীরীন, 'আতা, হাকাম, যুহরী ও কাতাদা (র.) বলেন, তাঁতীকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে কাপড় বুনতে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। মা'মার (র.) বলেন, (উপার্জিত অর্থের) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গবাদী পশু ভাড়া দেয়াতে কোন দোষ নেই।

٢١٧٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ اَوْ ثَمَرٍ وَكَانَ يُعْطِيْ اَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ وَ قَسَمَ عُمَرُ فَخَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْاَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِخْتَارَتِ الْاَرْضَ –

২১৭৭ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খায়বারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে জমি বর্গা দিয়েছিলেন। তিনি নিজের সহধর্মিণীদেরকে একশ' ওসক দিতেন, এর মধ্যে ৮০ ওসক খুরমা ও ২০ ওসক যব। উমর (রা.) (তাঁর খিলাফতকালে খায়বারের) জমি বন্টন করেন। তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তাঁরা জমি ও পানি নিবেন, না কি তাদের জন্য ওটাই চালু থাকবে, যা নবী ﷺ -এর যামানায় ছিলো। তখন তাদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওসক নিতে রাযী হলেন আয়িশা (রা.) জমিই নিয়েছিলেন।

١٤٥٣. بَابٌ اِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِيْنَ فِي الْمُزَارَعَةِ

১৪৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করে

٢١٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ

২১৭৮ মুসাদ্দদ (র.)..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন।

banglainternet.com

١٤٥٤. بَابٌ

১৪৫৪. পরিচ্ছেদ

٢١٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ قَالَ اَىْ عَمْرُو اِنِّىْ اُعْطِيْهِمْ وَاُعِيْنُهُمْ وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ اَخْبَرَنِىْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا

২১৭৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাউস (র.)-কে বললাম, আপনি যদি বর্গাচাষ ছেড়ে দিতেন, (তা হলে খুব ভাল হত) কেননা, লোকদের ধারণা যে, নবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। তাউস (র.) বললেন, হে আমর! আমি তো তাদেরকে বর্গাচাষ করতে দিই এবং তাদের সাহায্য করি এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন, নবী ﷺ বর্গাচাষ নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট উপার্জন গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

١٤٥٥. بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُوْدِ

১৪৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদীদেরকে জমি বর্গা দেওয়া

٢١٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

২১৮০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি ইয়াহূদীদেরকে এ শর্তে বর্গা দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে পরিশ্রম করে কৃষি কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা পাবে।

١٤٥٦. بَابُ مَايُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৪৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষে যে সব শর্ত করা অপসন্দনীয়

٢١٨١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيٰى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلًا وَكَانَ اَحَدُنَا يُكْرِىْ اَرْضَهُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِىْ وَلَهٰذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ

banglainternet.com

২১৮১ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র.)..... রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে ফসলের জমি আমাদের বেশী ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ তার জমি ইজারা দিতো এবং বলতো, জমির এ অংশ আমার আর এ অংশ তোমার। কখনো এক অংশে ফসল হত আর অন্য অংশে হত না। নবী ﷺ তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

١٤٥٧. بَابُ اِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ وَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ

১৪৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ অন্যদের মাল দিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষি কাজ করে এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকে।

٢١٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَاَوَوا اِلٰى غَارٍ فِيْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلّٰهِ فَادْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ قَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ انَّهُ كَانَ لِيْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَاْتُ بِوَالِدَيَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَاِنِّيْ اسْتَنْأَخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ اٰتِ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ فَرَاَوُ السَّمَاءَ وَقَالَ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهَا كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ اَحْبَبْتُهَا كَاَشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِاءَةِ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعَتْ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحِقِّهِ فَقُمْتُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اُرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِيْ

banglainternet.com

فَقُلْتُ اِنِّىْ لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ فَاَخَذَهُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَابَقِىَ فَفَرَجَ اللّٰهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اِبْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ

২১৮২ ইববরাহীম ইব্ন মুনযির (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, একবার তিন জন লোক পথ চলছিল, তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হলো। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের করো, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে এবং তার ওয়াসীলা করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করো। তাহলে হয়ত আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোটো ছোটো সন্তানও ছিলো। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পসন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিলো। এভাবে ভোর হলো হে আল্লাহ, আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের থেকে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ্ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিলো। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালোবাসে, আমি তাকে তার চাইতে অধিক ভালোবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু তা সে অস্বীকার করলো যে, পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা জোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্কে ভয় করো। অন্যায়ভাবে মাহ্র (পর্দা) ছিড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কুমারী সতীত্ব নষ্ট করো না,) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ্! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেলো। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করলো আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহ্কে ভয় করো (আমার মুজরী

banglainternet.com

দাও)। আমি বললাম, ওই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেলো। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র.) বলেন ইব্‌ন উকবা (র.) নাফি (র.) فبغيت এর স্থলে نسعيت বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٨. بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ

১৪৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের ওয়াক্‌ফ ও খাজনার জমি এবং তাঁদের বর্গাচাষ ও চুক্তি ব্যবস্থা। নবী ﷺ উমর (রা.)-কে বললেন, তুমি মূল জমিটা এ শর্তে সাদকা করো যে, তা আর বিক্রি করা যাবে না। কিন্তু তার উৎপাদন ব্যয় করা হবে। তখন তিনি এভাবেই সাদকা করলেন।

٢١٨٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

২১৮৩ সাদাকা (র.).... আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) বলেছেন, পরবর্তী যুগের মুসলমানদের বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা না করতাম, তবে যে সব এলাকা জয় করা হতো, তা আমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

١٤٥٩. بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا، وَرَأَى ذٰلِكَ عَلِيٌّ فِيْ أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوْفَةِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيْ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ فِيْهِ حَقٌّ وَيُرْوَى فِيْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

১৪৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ অনাবাদী জমি আবাদ করা। কূফার অনাবাদ জমি সম্পর্কে আলী (রা)-এর এ মত ছিল। (আবাদকারী তার মালিক হবে)। উমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমি আবাদ করবে সে তার মালিক হবে। আমর ইব্‌ন আউফ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, তা হবে যে ক্ষেত্রে কোন মুসলিমের

হক নাই, আর জালিম ব্যক্তির তাতে হক নাই। জাবির (রা.) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

٢١٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضٰى بِهِ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ خِلاَفَتِهِ

২১৮৪ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে সেই (মালিক হওয়ার) বেশী হকদার। উরওয়া (র.) বলেন, উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন।

١٤٦٠. بَابٌ

১৪৬০. পরিচ্ছেদ

٢١٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُرِىَ وَهُوَ فِىْ مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوْسٰى وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرّٰى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِبَطْنِ الْوَادِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ

২১৮৫ কুতায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যুল-হুলায়ফার উপত্যকায় শেষরাতে বিশ্রাম করছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হল, আপনি বরকতময় উপত্যকায় রয়েছেন। মূসা (র.) বলেন, সালিম আমাদের সাথে সে জায়গাতেই উট বসিয়েছিলেন যেখানে আবদুল্লাহ্ (রা.) উট বসাতেন এবং সে জায়গা লক্ষ্য করতেন, যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষরাতে অবতরণ করেছিলেন। সে জায়গা ছিল উপত্যকার মধ্যেভাগে অবস্থিত মসজিদ থেকে নীচে এবং মসজিদ ও রাস্তার মধ্যখানে।

٢١٨٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اللَّيْلَةَ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ اَنْ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ

২১৮৬ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.).... উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গতরাতে আমার নিকট আমার রবের দূত এসেছিলেন। এ সময় তিনি আকীক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। (এসে) তিনি বললেন, এই মুবারক উপত্যকায় সালাত আদায় করুন, আর তিনি বললেন হাজ্জের সাথে উমরারও থাকবে।

١٤٦١. بَابُ اِذَا قَالَ رَبُّ الْاَرْضِ اُقِرُّكَ مَا اَقَرَّكَ اللّٰهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَجَلاً مَعْلُوْمًا فَهُمَا عَلٰى تَرَاضِيْهِمَا

১৪৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি জমির মালিক বলে যে, আমি তোমাকে তত দিন থাকতে দিব যত দিন আল্লাহ্ তোমাকে রাখেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না। তখন তারা উভয়ে যত দিন রাযী থাকে, ততদিন এ চুক্তি কার্যকর থাকবে।

٢١٨٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ اَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا، فَسَاَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلٰى اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَاشِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَاءَ

২১৮৭ আহমদ ইবন মিকদাম ও আবদুর রায্যাক (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) ইয়াহূদী ও নাসারাদের হিজায থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইয়াহূদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন স্থান জয় করেন, তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইয়াহূদীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল, যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদে দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব যতদিন আমাদের ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে উমর (রা.) তাদেরকে তাইমা ও আরীহায় নির্বাসিত করে দেন।

banglainternet.com

١٤٦٢. بَابُ مَاكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ

১৪৬২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ (রা.) কৃষিকাজ ও ফল-ফসল উৎপাদনে একে অপরকে সহযোগিতা করতেন।

٢١٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنِ خَدِيْجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا أَزْرَعُوْهَا وَازْرَعُوْهَا أَوْ أَمْسِكُوْهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً

২১৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)..... যুহাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি কাজ আমাদের উপকারী ছিলো, যা করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তাই সঠিক। যুহাইর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত- খামার কিভাবে চাষাবাদ কর? আমি বললাম, আমরা নদীর তীরের ফসলের শর্তে অথবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওসাক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা নিজেরা তা চাষ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাষ করাবে অথবা তা ফেলে রাখবে। রাফি' (রা.) বলেন, আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম।

٢١٨٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ -

২১৮৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রা.) ..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ও অর্ধেক ফসলের শর্তে বর্গা চাষ করত। তখন নবী ﷺ বললেন, যে

ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে, সে যেন নিজে চাষ করে অথবা তা কাউকে দিয়ে দেয়। যদি তা না করে তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে। রবী' ইব্ন নাফি আবূ তাওবা (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

٢١٩٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرَعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا

২১৯০ কাবীসা (র.).... আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বর্গাচাষ সম্পর্কিত) এ হাদীসটি তাউস (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, চাষাবাদ করতে দেওয়া হোক। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ তা (বর্গাচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন যে, তোমাদের নিজের ভাইকে জমি দান করে দেওয়া উত্তম, তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু গ্রহণ করার চাইতে।

٢١٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّا كُنَّا نُكْرِىْ مَزَارِعَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْاَرْبِعَاءِ وَبِشَىْءٍ مِنَ التِّبْنِ

২১৯১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.).... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ -এর সময়ে এবং আবূ বকর, উমর, উসমান (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনের শুরু ভাগে নিজের ক্ষেত বর্গাচাষ করতে দিতেন। তারপর রাফি' ইব্ন খাদীজের বর্ণিত হাদীসটি তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্ন উমর (রা.) রাফি'(রা.)-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি (ইব্ন উমর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (রাফি' (রা.) বললেন, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্ন উমর (রা.) বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় নালার পার্শ্বস্থ ক্ষেতের ফসলের শর্তে এবং কিছু ঘাসের বিনিময়ে আমাদের ক্ষেত ইজারা দিতাম।

banglainternet.com

٢١٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

২১৯২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... সালিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় ক্ষেত বর্গাচাষ করতে দেয়া হত। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর ভয় হলো, হয়ত নবী ﷺ এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি ভাগে জমি ইজারা দেওয়া ছেড়ে দিলেন।

١٤٦٣. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ

১৪৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে উত্তম হলো, নিজের খালি জমি এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া

٢١٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرْ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مِنْ هَهُنَا قَوْلُ اللَّيْثِ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ

২১৯৩ আমর ইব্ন খালিদ (র.).... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার চাচারা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় লোকেরা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি ইজারা দিত, যা ক্ষেতের মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। নবী ﷺ আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন। রাবী বলেন, আমি রাফি' (রা.)-কে বললাম, দীনার ও দিরহামের শর্তে জমি (ইজারা দেওয়া) কেমন? রাফি' (রা.) বললেন, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ইজারা দেওয়াতে কোন দোষ নেই। (লায়ছ (র.) বলেন, আমার মনে হয়, যে বিষয়ে নিষেধ

banglainternet.com

করা হয়েছে, হালাল ও হারাম বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা সে সম্পর্কে চিন্তা করলেও তারা তা জায়িয মনে করবেন না। কেননা, তাতে (ক্ষতির) আশংকা রয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী র) বলেন, আমার মনে হয় যে, বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে- এখান থেকে লাইছ (র)-এর উক্তি শুরু হয়েছে।

١٤٦٤. بَابُ :

১৪৬৪. পরিচ্ছেদ

٢١٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَاْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى : وَلٰكِنْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ فَقَالَ الاَعْرَابِىُّ : وَاللّٰهُ لاَ تَجِدُهُ اِلاَّ قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ وَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ

২১৯৪ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিকট গ্রামের একজন লোক বসা ছিল। নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে, জান্নাত-বাসীদের কোন একজন তার রবের কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি কি যা চাও, তা পাচ্ছ না? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চাষ করার খুবই আগ্রহ। নবী ﷺ বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং তার চারা হওয়া, গাছ বড় হওয়া ও ফসল কাটা সব কিছু পলকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তা (ফসল) পাহাড় সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এ গুলো নিয়ে নাও। কোন কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম, এই ধরনের লোক আপনি কুরায়শী বা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কেননা তাঁরা চাষী। আর আমরা তো চাষী নই। (আমরা পশু পালন করি) একথা শুনে নবী ﷺ হেঁসে দিলেন।

١٤٦٥. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغَرْسِ

১৪৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে

banglainternet.com

٢١٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ

تَأْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِى اَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِى قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ ، وَلاَ وَدَكٌ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

২১৯৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন আসলে আমরা আনন্দিত হতাম এ জন্য যে, আমাদের (প্রতিবেশী) এক বৃদ্ধা ছিলেন, তিনি আমাদের নালার ধারে লাগানো বীট গাছের মূল তুলে এনে তার ডেকচিতে রাখতেন এবং তার সাথে যবের দানাও মিশাতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার যতটুকু মনে পড়ে তিনি (সাহল) বলেছেন যে, তাতে কোন চর্বি বা তৈলাক্ত কিছু থাকতো না। আমরা জুমু'আর সালাতের পর বৃদ্ধার নিকট আসতাম এবং তিনি তা আমাদের সামনে পরিবেশন করতেন। এ কারণে জুমু'আর দিন আমাদের খুব আনন্দ হতো। আমরা জুমু'আর সালাতের পরই আহার করতাম এবং কায়লুলা (বিশ্রাম) করতাম।

٢١٩٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُوْلُوْنَ مَالِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ مِثْلَ اَحَادِيْثِهِ وَاِنَّ اِخْوَتِى مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَتِى مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِىْ فَاَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيْبُوْنَ وَاَعِى حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا لَنْ يَّبْسُطَ اَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَقْضِىَ مَقَالَتِى هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ اِلٰى صَدْرِهِ فَيَنْسٰى مِنْ مَقَالَتِى شَيْئًا اَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتّٰى قَضَى النَّبِىُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ اِلٰى يَوْمِى هٰذَا وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اٰيَتَانِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا اَبَدًا : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اِلٰى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ

banglainternet.com

২১৯৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে যে, আবূ হুরায়রা বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। এবং তারা আরো বলে, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা আবূ হুরায়রার মতো এতো হাদীস বর্ণনা করেন না। (আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,) আমার মুহাজির ভাইদেরকে বাজারে বেচা-কেনা এবং আনসার

ভাইদেরকে তাদের ক্ষেত খামার ও বাগানের কাজ- কর্ম ব্যতিব্যস্ত রাখত। আমি ছিলাম একজন মিসকীন লোক। পেটে যা জুটে, খেয়ে না খেয়ে তাতেই তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পড়ে থাকতাম। তাই লোকেরা যখন অনুপস্থিত থাকত, আমি হাযির থাকতাম। লোকেরা যা ভুলে যেতো, আমি তা স্মরণ রাখতাম। একদিন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের যে কেউ আমরা কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে এবং আমরা কথা শেষ হলে চাদরখানা তার বুকের সাথে মিলাবে, তাহলে সে আমার কোন কথা কখনো ভুলবে না। আমি আমার পশমী চাদরটা নবী ﷺ -এর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। সে চাদর ছাড়া আমার গায়ে আর কোন চাদর ছিল না। নবী ﷺ-এর কথা শেষ হওয়ার পর আমি তা আমার বুকের সাথে মিলালাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটি কথাও ভুলিনি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের এ দু'টি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতাম না। (তা এই) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْاٰيَةَ – যারা আমার নাযিলকৃত নিদর্শনসমূহ গোপন করে..... আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু পর্যন্ত।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

অধ্যায় ঃ পানি সিঞ্চন

١٤٦٦. بَابٌ فِى الشِّرْبِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَيٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ اَلْمُزْنِ السَّحَابِ وَمَنْ رَاٰى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُوْمًا كَانَ اَوْ غَيْرَ مَقْسُوْمٍ اَلْاُجَاجُ الْمُرُّ فُرَاتًا عَذْبًا، وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَكُوْنُ دَلْوُهُ فِيْهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

১৪৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ পানি বন্টনের হুকুম। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? (২১ ঃ ৩০) আল্লাহ্ পাক আরো ইরশাদ করেছেন, তোমরা যে পানি পান কর, তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৫৬ ঃ ৬৮-৭০) কিছু লোকের মতে পানি খায়রাত করা ও ওসীয়াত করা জায়িয, তা বন্টন করা হউক বা না হউক। اَلْمُزْنِ মেঘ اَلْاُجَاجُ লবণাক্ত, فُرَاتًا মিষ্ট। উসমান (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, রুমার কূপটি কে খরিদ করবে? তারপর তাতে বালতি দ্বারা পানি তোলার অধিকার তার ততোটুকুই থাকবে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে (অর্থাৎ কূপটি ক্রয় করে জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবে)। এ কথার পর উসমান (রা.) কূপটি ক্রয় করেন (এবং ওয়াক্‌ফ করে দেন)।

banglainternet.com

٢١٩٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ

بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ اَتَاذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ قَالَ مَاكُنْتُ لِاُثِرَ بِفَضْلِىْ مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ

২১৯৭ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি পিয়ালা আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানি টুকু) বয়স্কদেরকে দেওয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে আমি কাউকে প্রাধান্য দিব না। এরপর তিনি তা তাকে দিলেন।

٢١٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِىَ فِىْ دَارِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِىْ فِىْ دَارِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَاَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتّٰى اِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيْهِ وَعَلٰى يَسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ اَنْ يُعْطِيَهُ الْاَعْرَابِىَّ اَعْطِ اَبَا بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَكَ فَاَعْطَاهُ الْاَعْرَابِىَّ الَّذِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ

২১৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হল। তখন তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা.) -এর ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইব্ন মালিকের বাড়ীর কূপের পানি মিশানো হল। তারপর পাত্রটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেওয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখলেন যে, তাঁর বাঁদিকে আবূ বকর ও ডান দিকে একজন বেদুঈন রয়েছে। পাত্রটি তিনি হয়ত বেদুঈনকে দিয়ে দেবেন এ আশংকায় উমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা.) আপনার পাশেই, তাকে পাত্রটি দিন। তিনি বেদুঈনকে পাত্রটি দিলেন, যে তাঁর ডানপাশে ছিল। তারপর তিনি বললেন, ডানদিকের লোক বেশী হক্‌দার।

١٤٦٧. بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ اَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتّٰى يَرْوٰى لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

banglainternet.com

১৪৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, পানির মালিক পানি ব্যবহারের বেশী হকদার, তার জমি পরিসিঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে যেন কাউকে নিষেধ করা না হয়

٢١٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

২১৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘাস উৎপাদন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রুখে রাখা যাবে না।

٢٢٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ

২২০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অতিরিক্ত ঘাসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি রুখে রাখবে না।

١٤٦٨. بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِى مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

১৪৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং তাতে যদি কেউ পড়ে মারা যায়) তা হলে মালিক তার জন্য দায়ী নয়

٢٢٠١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২২০১ মাহমূদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, খনি ও কূপে কাজ করা অবস্থায় অথবা জন্তু - জানোয়ারের আঘাতে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং রিকাযে (খনিজ দ্রব্যে) পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

١٤٦٩. بَابُ الْخُصُوْمَةِ فِى الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيْهَا

১৪৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কূপ নিয়ে বিবাদ এবং এ ব্যাপারে ফায়সালা

٢٢٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا الْاٰيَةَ فَجَاءَ الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىَّ اُنْزِلَتْ

هٰذِهِ الْأَيَةُ كَانَتْ لِيْ بِئْرٌ فِيْ أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ فَقَالَ لِيْ شُهُوْدُكَ قُلْتُ مَا لِيْ شُهُوْدٌ قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ تَصْدِيْقًا لَهُ

২২০২ আবদান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানদের অর্থ সম্পদ (যা তার জিম্মায় আছে) আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ---- এর শেষ পর্যন্ত। (৩ ঃ ৭৭) এরপর আশআস (রা.) এসে বলেন, আবূ আবদুর রাহমান (রা.) তোমার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করছিলেন? এ আয়াতটি তো আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কূপ ছিল। (এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায়) নবী ﷺ আমাকে বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর। আমি বললাম, আমার সাক্ষী নেই। তিনি বললেন তাহলে তাকে কসম খেতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ সে তো কসম করবে। এ সময় নবী ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সত্যায়িত করে এই আয়াতটি নাযিল করেন।

١٤٧٠. بَابُ اِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيْلِ مِنَ الْمَاءِ

১৪৭০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসাফিরকে পানি দিতে অস্বীকার করে, তার পাপ

٢٢٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ اَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ اُعْطِيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْأَيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

২২০৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি- যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে, অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে ইমামের হাতে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে বায়আত হয়। যদি ইমাম তাকে কিছু দুনিয়াবী সুযোগ দেন, তা হলে সে খুশী

হয়, আর যদি না দেন তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে আসরের সালাত আদায়ের পর তার জিনিসপত্র (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) তুলে ধরে আর বলে যে, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবূদ নেই, আমার এই দ্রব্যের মূল্য এতো এতো দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। (কিন্তু আমি বিক্রি করিনি) এতে এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে (তা ক্রয় করে নেয়)। এরপর নবী ﷺ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে (৩ ঃ ৭৭)।

١٤٧١. بَابُ سَكْرِ الْأَنْهَارِ

১৪৭১. পরিচ্ছেদ ঃ নদী-নালায় বাঁধ দেওয়া

٢٢٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২২০৪ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী ﷺ-এর সামনে যুবাইর (রা.) -এর সংগে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করলো, যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রা.) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নবী ﷺ -এর নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইর (রা.)- কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নেও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাত ভাই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবাইর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الآية – কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ ঃ ৬৫)।

banglainternet.com

١٤٧٢ بَابُ شِرْبِ الْاَعْلٰى قَبْلَ الْاَسْفَلِ

১৪৭২. পরিচ্ছেদ ঃ নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে সিঞ্চন

٢٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا زُبَيْرُ اِسْقِ ثُمَّ اَرْسِلْ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِسْقِ يَازُبَيْرُ حَتّٰى يَبْلُغُ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ اَمْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ –

২২০৫ আবদান (র.).... উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়র (রা.) এক আনসারীর সঙ্গে ঝগড়া করলে নবী ﷺ বললেন, হে যুবায়র! জমিতে পানি সেচের পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে তো আপনার ফুফাত ভাই। একথা শুনে তিনি (সা.) বললেন, হে যুবায়র! পানি বাঁধে পৌঁছা পর্যন্ত সেচ দিতে থাক। তারপর বন্ধ করে দাও। যুবায়র (রা.) বলেন, আমার ধারণা এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ —তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ ঃ ৬৫)।

١٤٧٣. بَابُ شِرْبِ الْاَعْلٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ

১৪৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ উঁচু জমির মালিক পায়ে টাখনু পর্যন্ত পানি ভরে নিবে

٢٢٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ ابْنُ يَزِيْدَ الْحَرَّانِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِى شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِى بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْقِ يَازُبَيْرُ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلٰى جَارِكَ قَالَ الْاَنْصَارِىُّ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِسْقِ ثُمَّ احْبِسْ يَرْجِعِ الْمَاءُ اِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعٰى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اُنْزِلَتْ فِى ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قَالَ لِى ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الْاَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِىِّ ﷺ اِسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذٰلِكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

banglainternet.com

২২০৬ মুহাম্মাদ (র.).... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী হার্‌রার নালার পানি নিয়ে যুবাইরের সাথে ঝগড়া করল, যে পানি দিয়ে তিনি খেজুর বাগান সেচ দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে যুবাইর, সেচ দিতে থাক। তারপর নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুফাত ভাই তাই। একথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, সেচ দাও, পানি ক্ষেতের বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে বন্ধ করে দাও। যুবাইরকে তিনি তার পুরা হক দিলেন। যুবাইর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ আয়াত এ সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْاٰيَةَ —তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে নবী ﷺ-এর একথা পানি নেয়ার পর বাঁধ অবধি পৌঁছা পর্যন্ত তা বন্ধ রাখ। আনসার এবং অন্যান্য লোকেরা এর পরিমাণ করে দেখেছেন যে, তা টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে।

١٤٧٤. بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

১৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত

٢٢٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ بِئْرًا فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ

২২০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ্ পাক তার আমল কবূল করলেন এবং আল্লাহ্ তার গোনাহ্ মাফ করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই সাওয়াব রয়েছে।

banglainternet.com

٢٢٠٨ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ فَقَالَ دَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتّٰى اَىْ رَبِّ وَاَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا امْرَاَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَاشَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا –

২২০৮ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, দোযখ আমার নিকটবর্তী করা হলে আমি বললাম, হে রব, আমিও কি এই দোযখীদের সাথী হবো? এমতাবস্থায় একজন মহিলা আমার নযরে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছেন, বিড়াল তাকে (মহিলা) খামছাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলার কি হলো? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল, যার কারণে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়।

٢٢٠٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَاَةٌ فِى هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ : لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ

২২০৯ ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, আল্লাহ্ ভালো জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়ে ছিলে, তা হলে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

١٤٧٥. بَابُ مَنْ رَاَى اَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ اَحَقُّ بِمَائِهِ

১৪৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ যাদের মতে হাউজ ও মশকের মালিক, সে পানির অধিক হকদার।

٢٢١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ هُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَاغُلَامُ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ

২২১০ কুতায়বা (র).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানদিকে একজন বালক ছিলো, সে ছিলো লোকদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা তার বাঁদিকে ছিল। তিনি ﷺ বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে জ্যেষ্ঠদের এটি দিতে অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে নিজের উপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এরপর তিনি তাকেই সেটি দিলেন।

٢٢١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاَذُوْدَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِىَ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْاِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ

২২১১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) আমার হাউজ (কাউসার) থেকে কিছু লোকদেরকে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উট হাউজ হতে তাড়ান হয়।

٢٢١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَكَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِيْنًا وَاَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ اَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ

২২১২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাঈল (আ.)-এর মা হাজিরা (আ.)-এর উপর আল্লাহ্ রহম করুন। কেননা যদি তিনি যমযমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন অথবা তিনি বলেছেন, যদি তা হতে অঞ্জলে পানি না নিতেন, তা হলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হত। জুরহাম গোত্র তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি (হাজিরা) বললেন, হ্যাঁ। তবে পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

٢٢١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اُعْطِىَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ

banglainternet.com

حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ الْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِى كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ * قَالَ عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ

২২১৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও না। (এক) যে ব্যক্তি কোন মাল সামানের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, এর দাম এর চেয়ে বেশী বলে ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। (দুই) যে ব্যক্তি আসরের সালাতের পর একজন মুসলমানের মাল-সম্পত্তি আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে। (তিন) যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন (কিয়ামতের দিন) আজ আমি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত রাখব। যেরূপ তুমি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্চিত রেখে ছিলে অথচ তা তোমার হাতের তৈরী নয়। আলী (র)'আর সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত যে,তিনি হাদীসের সনদটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

١٤٧٦. بَابٌ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ

১৪৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত চারণভূমি রাখা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো অধিকার নেই।

٢٢١٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَسُوْلَ ﷺ حَمٰى النَّقِيْعَ وَاَنَّ عُمَرَ حَمٰى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ

২২১৪ 'ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, চারণভূমি সংরক্ষিত করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই।[১] তিনি বলেন, আমাদের নিকট রিওয়ায়াত পৌছেছে যে, নবী ﷺ নাকী'র চারণভূমি (নিজের জন্য) সংরক্ষিত করেছিলেন, আর উমর (রা.) সারাফ ও রাবাযার চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন।

banglainternet.com

১. মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজনে খলীফার চারণভূমি সংরক্ষিত করার অধিকার রয়েছে।

١٤٧٧. بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْاَنْهَارِ

১৪৭৭. পরিচ্ছেদ নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা

٢٢١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِى لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِى مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِى طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ اَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِىَ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِىَ لِذٰلِكَ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِى رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لِذٰلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِىَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا شَىْءٌ اِلَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

২২১৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া একজনের জন্য সাওয়াব, একজনের জন্য ঢাল এবং আরেকজনের জন্য পাপ। সাওয়াব হয় তার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় তা জিহাদের উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে এবং সে ঘোড়ার রশি চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়। এমতাবস্থায় সে ঘোড়া চারণ ভূমি বা বাগানে তার রশির দৈর্ঘ্য পরিমাণ যতটুকু চরবে, সে ব্যক্তির জন্য সে পরিমাণ সওয়াব হবে। যদি তার রশি ছিড়ে যায় এবং সে একটি কিংবা দু'টি টিলা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পদচিহ্ন ও তার গোবর মালিকের জন্য সাওয়াবে গণ্য হবে। আর যদি তা কোন নহরের পাশ দিয়ে যায় এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সে তা থেকে পানি পান করে, তাহলে এ জন্য মালিক সাওয়াব পাবে। আর ঢাল স্বরূপ সে লোকের জন্য, যে মুখাপেক্ষী ও ভিক্ষা নির্ভরতা থেকে বাঁচার জন্য তাকে বেঁধে রাখে। তারপর এর পিঠে ও গর্দানে আল্লাহর নির্ধারিত হক আদায় করতে ভুল করে না। গুনাহ্র কারণ সে লোকের জন্য, যে তাকে অহংকার ও লোক দেখাবার কিংবা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার প্রতি কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে এ ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ ও অনন্য আয়াত রয়েছে। (তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী) কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখতে পাবে (৯৯ ঃ ৭-৮)।

٢٢١٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২১৬ ইসমাঈল (র.)..... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, থলেটি এবং তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখো। তারপর এক বছর পর্যন্ত তা ঘোষণা করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায় তো ভাল। তা নাহলে সে ব্যাপারে তুমি যা ভাল মনে কর তা করবে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, হারানো বকরি কি করব? তিনি বললেন, সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, হারানো উট হলে কি করব? তিনি বললেন, তাতে তোমার প্রয়োজন কি? তার সংগে তার মশ্‌ক ও খুর রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হয়ে গাছ-পালা খাবে, শেষ পর্যন্ত তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

١٤٧٨. بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلاَءِ

১৪৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ শুকনো লাকড়ী ও ঘাস বিক্রি করা

٢٢١٧ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلاً فَيَاْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اُعْطِىَ اَوْ مُنِعَ

২২১৭ মুয়াল্লা ইব্ন আসাদ (র.) .... যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ রশি নিয়ে লাকড়ীর আটি বেঁধে তা বিক্রি করে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্মান রক্ষা করেন, এটা তার জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম! লোকজনের নিকট এমন চাওয়ার চেয়ে, যে চাওয়ায় কিছু পাওয়া যেতে পরে বা নাও পারে।

٢٢١٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ –

২২১৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বলেছেন, কারো নিকট সাওয়াল করা, যাতে সে তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে, এর চেয়ে পিঠে বোঝা বহন করা (তা বিক্রি করা) উত্তম।

٢٢١٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ قَالَ اَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَاَعْطَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَارِفًا اُخْرٰى فَاَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَحْمِلَ عَلَيْهِمَا اِذْخِرًا لِاَبِيْعَهُ وَمَعِىَ صَائِغٌ مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلٰى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِى ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ اَلَا يَاحَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ * فَثَارَ اِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ اِلٰى مَنْظَرٍ اَفْظَعَنِى، فَاَتَيْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلٰى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ اِلَّا عَبِيْدٌ لِاٰبَائِى فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

২২১৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমি মালে গনীমত হিসাবে একটি উট লাভ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আরো একটি উট দেন। একদিন আমি উট দু'টিকে একজন আনসারীর ঘরের দরজায় বসাই। আমার ইচ্ছা ছিলো এদের উপর ইযখির (এক ধরনের ঘাস) চাপিয়ে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাবো। আমার সাথে বনূ কায়নুকার একজন স্বর্ণকার ছিলো। আমি এর (ইযখির বিক্রি লব্ধ টাকা) দ্বারা ফাতিমা (রা.)-এর ওলীমা করতে সমর্থ হব। সে ঘরে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) শরাব পান করছিলেন। আর তাঁর সাথে একজন গায়িকাও ছিল। সে বলল, হে হামযা! তৈরী হও, মোটা উটগুলোর উদ্দেশ্যে। এরপর হামযা (রা.) উট দু'টোর দিকে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের কুজ দু'টিও কেটে নিলেন এবং পেট ফেঁড়ে উভয়ের কলিজা বের করে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইব্‌ন শিহাব (র.)-কে জিজ্ঞাসা করি, কুজ কি করা হলো? তিনি বলেন, সেটি কেটে নিয়ে গেলেন। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আলী বলেছেন, এই দৃশ্য দেখলাম এবং তা আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল। এরপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে খবর বললাম। তিনি বের হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন যায়দ (রা.)। আমিও তাঁর

banglainternet.com

সঙ্গে গেলাম। তিনি হামযা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। হামযা দৃষ্টি উঁচু করে তাঁদের দিকে তাকালেন। আর বললেন, তোমরা আমার বাপ-দাদার দাস বটে। হামযা (রা.)-এর এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনে সরে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। ঘটনাটি শরাব হারাম হওয়ার আগেকার।

١٤٧٩. بَابُ الْقَطَائِعِ

১৪৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ জায়গীর

٢٢٢٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ حَتّٰى تُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا قَالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِي

২২২০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তারা বলল, আমাদের মুহাজির ভাইদেরও আমাদের মতো জায়গীর না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য জায়গীর দিবেন না। তিনি বলেন, আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখবে, তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা সবর করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হও।

١٤٨٠. بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِي

১৪৮০. পরিচ্ছেদ ঃ জায়গীর লিখে দেওয়া। লাইছ (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আনসারদেরকে বাহরাইনে জায়গীর দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি তা করেন, তা হলে আমাদের কুরায়েশ ভাইদের জন্যও অনুরূপ জায়গীর লিখে দেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর নিকট তখন তা ছিলো না। তারপর তিনি বলেন, আমার পর শীঘ্রই দেখবে, তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা সবর করবে, আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া (মৃত্যু) পর্যন্ত।

banglainternet.com

١٤٨١. بَابُ حَلْبِ الْاِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

১৪৮১. পরিচ্ছেদ ঃ পানির কাছের উটের দুধ দোহন করা

٢٢٢١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ هِلاَلِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ حَقِّ الْاِبِلِ اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ

২২২১ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন উটের হক এই যে, পানির কাছে তার দুধ দোহন করা।

١٤٨٢. بَابُ الرَّجُلِ يَكُوْنُ لَهُ مَمَرٌّ اَوْ شِرْبٌ فِى حَائِطٍ اَوْ فِى نَخْلٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْىُ حَتّٰى يَرْفَعَ وَكَذٰلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ

১৪৮২.পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের বা অন্য কিছুর বাগানে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি খেজুর গাছের তাবীর (স্ত্রী পুষ্পরেণু সংমিশ্রণের পর) করার পর ও তা বিক্রি করে, তা হলে তার ফল বিক্রেতার, চলার পথও পানির কূপ বিক্রেতার, যতক্ষণ ফল তুলে নেওয়া না হয়। আরিয়্যার মালিকেরও এই হুকুম।

٢٢٢٢ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِى الْعَبْدِ

২২২২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি খেজুর গাছ তা'বীর করার পর গাছ বিক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা শর্ত করলে তা তারই। আর যদি কেউ গোলাম বিক্রয় করে। এবং তার সম্পদ থাকে তবে সে সম্পদ যে বিক্রি করল তার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার। মালিক (র.).....উমর (রা.) থেকে গোলাম বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

٢٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

banglainternet.com

২২২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে আরায়্যা[১] বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَاَنْ لاَ تُبَاعَ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا

২২২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মহাম্মদ (র.)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুখাবারা, মুহাকালা ও শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করা এবং ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। গাছে থাকা অবস্থায় ফল দিনার বা দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া যেন বিক্রি করা না হয়। তবে আরায়্যার অনুমতি দিয়েছেন।[২]

٢٢٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِي اَحْمَدَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِي خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِي ذٰلِكَ

২২২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাঁচ ওসাক[৩] কিংবা তার চাইতে কম আরায়ার বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী দাউদ এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন।

٢٢٢٦ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي بَشِيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِي حَارِثَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ اَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلاَّ اَصْحَابَ الْعَرَايَا فَاِنَّهُ اَذِنَ لَهُمْ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ

২২২৬ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.)..... রাফি'ইব্‌ন খাদীজ ও সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা অর্থাৎ গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা শুকনা ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আরায়্যা করে, তাদের জন্য তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।[৪]

banglainternet.com

১. আরায়্যা-এর ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ নং ১৩৬০ পৃষ্ঠা নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

২. মুখবারা, মুহাকালা প্রভৃতি ব্যাখ্যা "ক্রয় বিক্রয়" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. ষাট "সা"-য়ে এক "ওসাক" আর এক "সা" সাড়ে তিন সের সমান।

৪. খেজুর বাগানের মালিক যদি কোন ব্যক্তিকে খেজুর খাওয়ার জন্য অনুমতি দান করে একে আরায়্যা বলা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابٌ فِى الْاِسْتِقْرَاضِ وَاَدَاءِ الدُّيُوْنِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيْسِ

অধ্যায় ঃ ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা

١٤٨٣. بَابٌ مَنِ اشْتَرٰى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ اَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

১৪৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ধারে খরিদ করে অথচ তার কাছে তার মূল্য নেই কিংবা তার সঙ্গে নেই

٢٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ اَتَبِيْعُنِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِىْ ثَمَنَهُ

২২২৭ মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হই। তখন তিনি বলেন, তুমি কি মনে কর, তোমার উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর আমি সেটি তাঁর নিকট বিক্রি করলাম। পরে তিনি মদীনায় এলেন, আমি সকাল বেলা উটটি নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে-এর দাম দিলেন।

٢٢٢٨ حَدَّثَنَا مُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِىٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

banglainternet.com

২২২৮ মুয়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (রা.)... আবদুল ওয়াহিদ সূত্রে আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌রাহীম নাখয়ীর কাছে ধার (বাকীতে) ক্রয় করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশা (রা.) থেকে, নবী ﷺ এক ইয়াহূদীর

কাছে থেকে এক নির্দিষ্ট মিয়াদে (বাকীতে) খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্মটি বন্ধক রাখেন।

١٤٨٤. بَابُ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَوْ اِتْلاَفَهَا

১৪৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে

٢٢٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ

২২২৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ উয়ায়সী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়্যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন।

١٤٨٥. بَابُ اَدَاءِ الدُّيُوْنِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

১৪৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ পরিশোধ করা। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার পরিচালনা করবে, তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সব শুনেন, সব দেখেন। (৪ ঃ ৫৮)

٢٢٣٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اَبْصَرَنِىْ اُحُدًا قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّهُ يُحَوَّلُ لِىْ ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ دِيْنَارٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الاَكْثَرِيْنَ هُمُ الاَقَلُّوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَشَارَ اَبُوْ شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ

شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِيْ سَمِعْتُ اَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِيْ سَمِعْتُ وَ قَالَ وَ هَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ

২২৩০ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)...আবূ যার (রা.) থেকে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সংগে ছিলাম। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন, তখন বললেন, আমি পসন্দ করি না যে, এই পহাড়টি আমার জন্য সোনায় পরিণত করা হোক এবং এর মধ্য থেকে একটি দিনার ও (স্বর্ণ মুদ্রা) আমার নিকট তিন দিনের বেশী থাকুক, সেই দীনার ব্যতীত যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য রেখে দেই। তারপর তিনি বললেন, যারা অধিক সম্পদশালী তারাই (সাওয়াবের দিক দিয়ে) স্বল্পের অধিকারী। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করেন (তারা ব্যতীত)। (বর্ণনাকারী) আবূ শিহাব তার সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন এবং বলেন, এইরূপ লোক খুব কম আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর। তিনি একটু দূরে গেলেন। আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি তাঁর কাছে আসতে চাইলাম। এরপর "আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর" তাঁর এ কথাটি আমার মনে পড়ল। তিনি যখন আসলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যা আমি শুনলাম অথবা বললেন যে আওয়াযটি আমি শুনতে পেলাম তা কি? তিনি বললেন, তুমি কি শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরীল (আ.) এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, আপনার কোন উম্মত আল্লাহ্‌র সংগে কোন কিছু শরীক না করে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে এরূপ, এরূপ কাজ করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِيْ اَنْ لَايَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا شَيْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ رَوَاهُ صَالِحٌ وَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

২২৩১ আহ্‌মদ ইব্‌ন শাবীব ইবুন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পসন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই। ছালিহ ও উকাইল (র.) যুহরী (র.) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

١٤٨٤. بَابُ اِسْتِقْرَاضِ الْاِبِلِ

১৪৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ উট ধার নেওয়া

٢٢٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يُمْلِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ قَالُوْا لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اِشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২২৩২ আবূ ওয়ালীদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তার পাওনা আদায়ের কড়া তাগাদা দিল। সাহাবায়ে কিরাম তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তার জন্য একটি উট কিনে আন এবং তাকে তা দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার উটের চাইতে বেশী বয়সের উট ছাড়া আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

١٤٨٧. بَابُ حُسْنِ الْتَّقَاضِىْ

১৪৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরভাবে (প্রাপ্য) তাগাদা করা

٢٢٣٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ قَالَ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فَاَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوْسِرِ، وَاُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ

২২৩৩ মুসলিম (র.)..... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকজনের সাথে বেচা-কেনা করতাম। ধনীদেরকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদেরকে হ্রাস করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হলো। আবূ মাসউদ (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট হতে এ হাদীস শুনেছি।

banglainternet.com

١٤٨٨. بَابٌ هَلْ يُعْطٰى اَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

১৪৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কম বয়সের উটের বদলে বেশী বয়সের উট দেয়া যায় কি?

٢٢٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ اِلاَّ سِنًّا اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ الرَّجُلُ اَوْفَيْتَنِيْ اَوْفَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

২২৩৪ মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন লোক নবী ﷺ-এর নিকট তার (প্রাপ্য) উটের তাগাদা দিতে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার চাইতে উত্তম বয়সের উটই পাচ্ছি। লোকটি বললো, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনাকে যেন পূর্ণ হক দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে সেটি দিয়ে দাও। কেননা মানুষের মধ্যে সেই উত্তম, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

١٤٨٩. بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

১৪৮৯. পরিচ্ছেদঃ উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা।

٢٢٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَنِيْ اَوْفَى اللّٰهُ لَكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২২৩৫ আবূ নুআঈম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যিম্মায় একজন লোকের এক নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ ছিল। লোকটি তাঁর নিকট সেটির তাগাদা করতে আসল। তিনি সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা সে বয়সের উট তালাশ করলেন। কিন্তু তার চাইতে বেশী বয়সের উট ছাড়া পাওয়া গেলো না। তিনি বললেন, সেটি তাকে দিয়ে দাও। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনার পূর্ণ বদলা দিন। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

٢٢٣٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ قَالَ ضُحًى، فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ

২২৩৬ খাল্লাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, তা ছিল চাশতের ওয়াক্ত। তিনি বললেন, দু' রাকাআত সালাত আদায় কর। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। তিনি আমার ঋণ আদায় করলেন এবং পাওনার চাইতেও বেশী দিলেন।

١٤٩٠. بَابٌ اِذَا قَضٰى دُوْنَ حَقِّهٖ اَوْ حَلَّلَهٗ فَهُوَ جَائِزٌ

১৪৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারের প্রাপ্য থেকে কম পরিশোধ করে অথবা পাওনাদার তার প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ

٢٢٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِيْ حُقُوْقِهِمْ، فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلْتُهُمْ اَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِيْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِيْ فَاَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِيْ وَقَالَ سَنَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِيْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا.

২২৩৭ আবদান (র.)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর উপর কিছু ঋণ ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। আমি নবী ﷺ-এর সমীপে আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী ﷺ তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) বলেন, আমরা সকালে তোমার কাছে আসব। তিনি সকাল বেলায় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলাম এবং আমার কাছে কিছু অতিরিক্ত খেজুর রয়ে গেল।

١٤٩١. بَابٌ اِذَا قَاصَّ اَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ اَوْ غَيْرِهٖ

১৪৯১. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণদাতার সঙ্গে কথা বলা এবং ঋণ খেজুর অথবা অন্য কিছুর বিনিময়ে অনুমান করে আদায় করা জায়িয

banglainternet.com

٢٢٣٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا

لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَاَبٰى اَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَاْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّتِيْ لَهُ فَاَبٰى فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشٰى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّلَهُ فَاَوْفِ لَهُ الَّذِيْ لَهُ فَجُدَّهُ بَعْدَ مَارَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِيْ كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ اَخْبِرْ ذٰلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ اِلٰى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشٰى فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيْهَا

২২৩৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা একজন ইয়াহূদীর কাছে থেকে নেওয়া ত্রিশ ওসাক (খেজুর) ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেন। জাবির (রা.) তার নিকট (ঋণ পরিশোধের জন্য) সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করে। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন, যেন তিনি তার জন্য ইয়াহূদীর কাছে সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন, ঋণের বদলে সে যেন তার খেজুর গাছের ফল নিয়ে নেয়। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাগানে প্রবেশ করে সেখানে গাছের (চারদিক) হাঁটাচলা করলেন। তারপর তিনি জাবির (রা)-কে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে আসার পর তিনি ফল পাড়লেন এবং তাকে এরপর পূর্ণ ত্রিশ ওসাক (খেজুর) দিয়ে দিলেন এবং সতর ওসাক (খেজুর) অতিরিক্ত রয়ে গেল। জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করার জন্য আসলেন। তিনি তাঁকে আসরের সালাত আদায় করা অবস্থায় পেলেন। তিনি সালাত শেষ করলে তাঁকে অতিরিক্ত খেজুরের কথা অবহিত করলেন। তিনি বললেন, খবরটি ইব্‌ন খাত্তাব (উমর)-কে পৌঁছাও। জাবির (রা.) উমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে খবরটি পৌঁছালেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ যখন বাগানে প্রবেশ করে হাঁটাচলা করলেন, তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিশ্চয় এতে বরকত দান করা হবে।

١٤٩٢. بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

১৪৯২. পরিচ্ছেদঃ ঋণ থেকে পানাহ চাওয়া

banglainternet.com

٢٢٣٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ

فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ

২২৩৯ ইসমাঈল (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এই বলে দু'আ করতেন,হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে গুনাহ্ এবং ঋণ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। একজন প্রশ্নকারী বলল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্)! আপনি ঋণ থেকে এত বেশী বেশী পানাহ্ চান কেন? তিনি জওয়াব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে মিথা বলে এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে।

١٤٩٣. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلٰى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

১৪৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির উপর সালাতে জানাযা

٢٢٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا

২২৪০ আবুল ওয়ালীদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাল রেখে গেল, তা তার ওয়ারিসদের আর যে দায়-দায়িত্বের বোঝা রেখে গেল, তা আমার যিম্মায়।

٢٢٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا اَوْلٰى بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ اَلنَّبِىُّ ﷺ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاْتِنِىْ فَاَنَا مَوْلاَهُ

২২৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমি প্রত্যেক মু'মিনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতর। যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে দেখ ঃ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -নবী ﷺ মু'মিনদের নিকট তাদের নিজদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। তাই যখন কোন মু'মিন মারা যায় এবং মাল রেখে যায়, তা হলে তার যে আত্মীয়-স্বজন থাকে তারা তার ওয়ারিস হবে; আর যদি সে ঋণ কিংবা অসহায় পরিজন রেখে যায়, তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; আমিই তাদের অভিভাবক।

banglainternet.com

١٤٩٤. بَابُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

১৪৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম

٢٢٤٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

২২৪২ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম।

١٤٩٥. بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ ، وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُوْلُ مَطَلْتَنِيْ وَعُقُوْبَتُهُ الْحَبْسُ

১৪৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ হকদারের বলার অধিকার রয়েছে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা তার মানহানী ও শাস্তি বৈধ করে দেয়। সুফিয়ান (র.) বলেন,তার মানহানী অর্থ-প্রাপকের একথা বলা যে, তুমি আমার সঙ্গে টালবাহানা করছ আর তার শাস্তির অর্থ হচ্ছে বন্দী করা

٢٢٤٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً

২২৪৩ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বলল। সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলে নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হক্‌দারের(কড়া) কথা বলার অধিকার রয়েছে।

١٤٩٦. بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ، وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضٰى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضٰى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

banglainternet.com

১৪৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয় –বিক্রয়, ঋণ ও আমানত এর ব্যাপারে কেউ যদি তার মাল নিঃসম্বলের নিকট পায়, তবে সে–ই অধিক হকদার। হাসান (বসরী র.) বলেন, যদি সে প্রকাশ্যে দেউলিয়া (নিঃসম্বল) হয়ে যায়, তাহলে তার দাসমুক্তি ও ক্রয়–বিক্রয় জায়িয নয়। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা.) বলেন, উসমান (রা.) ফায়সালা দিয়েছেন যে, কারো নিঃসম্বল ঘোষিত হওয়ার আগে যদি কেউ তার প্রাপ্য আদায় করে নেয়, তবে তা তারই। আর যে তার মাল সনাক্ত করতে পারে, সে তার বেশী হকদার।

٢٢٤٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْاِسْنَادُ كُلُّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْقَضَاءِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٌ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاَبُوْا بَكْرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْمَدِيْنَةِ

২২৪৪ আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চাইতে সে–ই তার বেশী হকদার। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, এ সনদে উল্লেখিত রাবীগণ বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারা হলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র.) ও আবূ বকর (র) তারা সকলেই মদীনায় বিচারক ছিলেন।

١٤٩٧. بَابُ مَنْ اَخَّرَ الْغَرِيْمَ اِلَى الْغَدِ اَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذٰلِكَ مَطْلاً وَقَالَ جَابِرٌ اِشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِىْ حُقُوْقِهِمْ فِىْ دَيْنِ اَبِىْ فَسَاَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِىْ فَاَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَ قَالَ سَاَغْدُوْ عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَدَعَا فِىْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ

banglainternet.com

১৪৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পাওনাদারকে আগামীকাল বা দু'তিন দিনের জন্য সময় পিছিয়ে দেয় আর একে টালবাহানা মনে করে না। জাবির (রা.) বলেন,আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কঠোর ব্যবহার করে। তখন নবী ﷺ তাদেরকে আমার বাগানের ফল গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। এতে নবী ﷺ তাদেরকে বাগান দিলেন না এবং তাদের জন্য ফলও নির্ধারণ করে দিলেন না। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল সকালে তোমার ওখানে আসব। সকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং বাগানের ফলের মধ্যে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর আমি তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম।

١٤٩٨. بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ اَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ اَوْ اَعْطَاهُ حَتّٰى يُنْفِقَ عَلٰى نَفْسِهٖ

১৪৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ গরীব বা অভাবী ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তা পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অথবা তার নিজের খরচের জন্য দিয়ে দেওয়া।

٢٢٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهٗ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَخَذَ ثَمَنَهٗ فَدَفَعَهٗ اِلَيْهِ

২২৪৫ মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তার গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করল। নবী ﷺ বললেন, কে আমার থেকে এই গোলামটি খরিদ করবে? তখন নু'আইম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সেটি ক্রয় করলেন। নবী(ﷺ)তার দাম গ্রহণ করে গোলামের মালিককে দিয়ে দিলেন।

١٤٩٩. بَابٌ اِذَا اَقْرَضَهٗ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى اَوْ اَجَّلَهٗ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ اِلٰى اَجَلٍ لَا بَاْسَ بِهٖ وَاِنْ اُعْطِيَ اَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهٖ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍهُوَ اِلٰى اَجَلِهٖ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ سَاَلَ بَعْضَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُسْلِفَهٗ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى.... الْحَدِيْثَ

১৪৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সময় নির্ধারণ করা। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন,নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিতে কোন দোষ নেই। আর শর্ত করা ব্যতীত তার পাওনা টাকার বেশী দেওয়া হলে কোন ক্ষতি নেই। আতা ও আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র.) বলেন, ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত মিয়াদ মেনে চলবে। লাইস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে তার নিজ গোত্রের একজন লোকের নিকট ঋণ চায়। এরপর সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয় এবং এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٠. بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى وَضْعِ الدَّيْنِ

১৫০০. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ থেকে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ اِلٰى اَصْحَابِ الدَّيْنِ اَنْ يَّضَعُوْا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهٖ فَاَبَوْا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهٖ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَىْءٍ مِنْهُ عَلٰى حِدَةٍ عَذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ وَاللِّيْنَ عَلٰى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَحْضِرْهُمْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتّٰى اسْتَوْفٰى وَبَقِىَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَاَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا فَاَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَىَّ فَوَكَزَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهٖ قَالَ بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَاْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَوْثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا اُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ جَوَارِىَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ ائْتِ اَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَاَخْبَرْتُ خَالِىْ بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ بِاِعْيَاءِ الْجَمَلِ وَ بِالَّذِىْ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَوَكْزِهٖ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَاَعْطَانِىْ ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِىْ مَعَ الْقَوْمِ

banglainternet.com

২২৪৬ মূসা (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে যান। আমি পাওনাদারের নিকট কিছু ঋণ মাফ করে দেওয়ার

জন্য অনুরাধ করি। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। আমি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর দ্বারা তাদের কাছে সুপারিশ করাই। তবুও তারা অস্বীকার করল। তখন নবী ﷺ বললেন, প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুর আলাদা আলাদা করে রাখ। আযক ইব্ন যায়দ এক জায়গায়, লীন আরেক জায়গায় এবং আজওয়াহ অন্য জায়গায় রাখবে। তারপর পাওনাদারদের হাযির করবে। তখন আমি তোমার নিকট আসব। আমি তাই করলাম। তারপর নবী ﷺ আসলেন এবং তার উপর বসলেন। আর প্রত্যেককে মেপে মেপে দিলেন। শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি আদায় করলেন। কিছু খেজুর যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, যেন কেউ স্পর্শ করেনি। আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একবার আমাদের একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে নিয়ে পেছনে পড়ে যায়। নবী ﷺ পেছন থেকে উটটিকে চাবুক মারেন এবং বলেন, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তবে মদীনা পর্যন্ত তুমি এর উপর সাওয়ার হতে পারবে। আমরা যখন মদীনার নিকটে আসলাম তখন আমি তাঁর কাছে জলদি বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নব বিবাহিত। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করেছ, না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ (রা.) ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হয়েছেন। তাই আমি বিবাহিতা বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বললেন, তবে তোমার পরিবারের নিকট যাও। আমি গেলাম এবং উট বিক্রির কথা আমার মামার কাছে বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার নিকট উটটি ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার এবং নবী ﷺ,-এর এটিকে আঘাত করার ও তার (মু'জিযার) কথা উল্লেখ করলাম। নবী ﷺ মদীনায় পৌছলে আমি উটটি নিয়ে তাঁরা কাছে হাযির হলাম। তিনি আমাকে উটটির মূল্য এবং উটটিও দিয়ে দিলেন। আর লোকদের সংগে আমার (গনীমতের) অংশ দিলেন।

١٥٠١. بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ، اَلَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَقَالَ صَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ وَقَالَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ وَالْحَجْرِ فِىْ ذٰلِكَ وَمَا يُنْهٰى عَنِ الْخِدَاعِ

১৫০১. পরিচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ্ অশান্তি পসন্দ করেন না (২ঃ২০৫) আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। (১০ ঃ ৮১) তারা বলল, হে শুআয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করত, আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? (১১ ঃ ৮৭) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ এবং তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না। (৪ ঃ ৫) এই প্রেক্ষিতে অপব্যয় ও প্রতারণা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

banglainternet.com

٢٢٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنِّىْ اُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ

২২৪৭ আবূ নুয়াইম (র.).. ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে বলল, আমাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তুমি বলবে, ধোঁকা দিবে না। এরপর লোকটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এই কথা বলত।

٢٢٤٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَاَدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ

২২৪৮ উসমান (র.).... মুগীরা ইব্ন শোবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মায়ের নাফরমানী,কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কারো প্রাপ্য না দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেওয়া আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।

١٥٠٢. بَابُ الْعَبْدُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهٖ وَلَا يَعْمَلُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

১৫০২. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। সে তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা ব্যয় করবে না।

٢٢٤٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ فِىْ اَهْلِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْاَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَحْسِبُ

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২২৪৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, আমি এ সকলই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, ছেলে তার পিতার সম্পত্তির রক্ষক এবং সে জিজ্ঞাসিত হবে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

banglainternet.com